"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

# তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী কলেজ

**শিকারীপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২২।**

## প্রতিষ্ঠার ইতিহাসঃ

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন শিকারীপাড়া ইউনিয়নে, ইছামতি নদীর উত্তর পার্শ্বে পল্লীর ঘনসবুজ গাছপালা, ফল-ফসলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ঢাকা-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ সড়ক ঘেঁষে প্রায় ৫ একর জমির উপর অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **"তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী কলেজ"**। ১৯৯২-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে ২৩-০৬-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন **বীর মুক্তিযোদ্ধা তোজাম্মেল হোসেন চৌধুরী (বাবর মিয়া)** বিএ (অনার্স), এমএসসি (ভূগোল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**বীর মুক্তিযোদ্ধা তোজাম্মেল হোসেন চৌধুরী (বাবর মিয়া)** একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, দানবীর ও সমাজসেবক। তিনি **'দাউদপুর উচ্চ বিদ্যালয়'**-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, **'বারুয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়'** এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, **'বারুয়াখালী জামে মসজিদ'** এর একজন দাতা সদস্য এবং **'বড়বাড়িল্যা জামে মসজিদ'** এককভাবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। **দাউদপুর পোস্ট অফিসে ১০ শতাংশ** এবং **শিকারীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের জন্য** তিনি **জমি** দান করেন। এছাড়াও তিনি **'অমিয় চৌধুরী ভোকেশনাল স্কুল ও হুযায়ফা হোসেন চৌধুরী এতিম খানা ও মাদরাসা'** এর প্রতিষ্ঠাতা।

কলেজের সামনে অবস্থিত মাঠ একসময় নিচু জমি ছিলো। এ জমির মাটি ভরাট কাজে তৎকালীন নবাবগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন, ওয়ার্ল্ডভিশন, ব্র্যাক ও কারিতাস প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখে।

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও এলাকায় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে বিগত ১২-১১-১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন এবং ০১-০৭-২০০১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছাড়া তার ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় ২০০২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি এমপিওভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হতে এমপিওভুক্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা তিনি এককভাবে অর্থায়ন করেন।

২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষ হতে কলেজে স্নাতক (পাস) কোর্সটি চালু হয়। এ ছাড়াও ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (সম্মান) কোর্সের **'হিসাববিজ্ঞান'** ও **'ব্যবস্থাপনা'** বিষয় দুটি চালু হয়। বর্তমানে কলেজটিতে **হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি-** এ পাঁচটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জিবীত হয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা তোজাম্মেল হোসেন চৌধুরী (বাবর মিয়া) এর দিক নির্দেশনায় কলেজ প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হয়েছে অনন্য স্থাপনা **'বিজয়-স্তম্ভ'** এবং নবাবগঞ্জ উপজেলার সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম সম্বলিত **'ফলক'** এছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠাতা তার নিজ অর্থায়নে তাঁর মায়ের নামে **'লুৎফন নেছা মহিলা হোস্টেল'** নির্মাণ করেন। কলেজের মূল প্রাঙ্গণ ও মহিলা হোস্টেলের মাঝে একটি সুদৃশ্য ঘাটলাসহ পুকুর রয়েছে।

কলেজটির উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস) ও স্নাতক (সম্মান) সহ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১,৭৫০ জন। কর্মরত-শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৪২ জন। পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষাকার্যক্রম সম্পুর্ণ ডিজিটালাইজেশনের কাজ চলমান। এ ছাড়াও বর্তমান এডহক কমিটি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় দিন দিন কলেজটি উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।